দৈনিক ইনকিলাব

15 SEP 1989

গণশিক্ষা সম্প্রসারণে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

মাহবুবুল আলম

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে গ্রন্থাগারের ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। গ্রন্থাগারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েই যুগে যুগে গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। নানা কারণে ধ্বংসের অনিবার্য পরিণতি মেনে নিয়েও গ্রন্থাগার সৃষ্টির ধারা শুরু অব্যাহতই থাকেনি, বরং সম্প্রসারণশীলতার বৈশিষ্ট্য নিয়ে গ্রন্থাগার পাঠকের কাছে চিরদিন আকর্ষণীয় হয়ে আছে।

আমাদের দেশে শিক্ষার হার কম। বই পড়ার মত শিক্ষিতের সংখ্যা আরো কম এবং বই পড়ার মানসিকতা সম্পন্ন শিক্ষিতের সংখ্যা এর চেয়েও কম। যে কোনো একটি গ্রন্থাগার হাতের কাছে গড়ে উঠলে এই বিরূপ মানসিকতাই যে কেবল পরিবর্তনই ঘটবে তা নয়, সেই সাথে দেশে গণশিক্ষা সম্প্রসারণে বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠবে।

বর্তমানে দেশে যাঁরা গণশিক্ষার কাজে নিয়োজিত রয়েছে তাঁরা নিরক্ষরদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নানা ধরনের প্রথম পড়ার বই ব্যবহার করেন। জাতীয় স্বার্থে ভবিষ্যতে গণশিক্ষা কার্যক্রম বৃহত্তর পর্যায়ে সম্প্রসারিত হলে একই ধরনের প্রথম পড়ার বইকে সাক্ষরতা দানের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয় হবে। এই প্রথম পড়ার বই বা প্রাইমারী যেটুকু বক্তব্য থাকে তা প্রধানত অক্ষর পরিচয়ের সাথে সম্পৃক্ত এবং তাতে মোটামুটি বর্ণ পরিচয় দিয়ে সামান্য সাক্ষরতা দান করা হয়। এই পর্যায়ের নব্য সাক্ষরেরা যদি তাদের লেখা-পড়ার চর্চার ধারা অব্যাহত না রাখে তাহলে কিছুদিন পর তাদের আবার নিরক্ষরতার পর্যায়ে পৌঁছে যাবার আশঙ্কা থাকে। আমাদের দেশে নিরক্ষরদের সংখ্যা বৃদ্ধি এটি অন্যতম কারণ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিচের দিকের শ্রেণী থেকে যারা ঝরে পড়ে তারা কালক্রমে অক্ষরজ্ঞান ভুলে নিরক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে।

দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের যে সীমিত প্রচেষ্টা চলছে তাতে উত্তম ফলের জন্য প্রথম পড়ার বই পড়ে শেষ করে যাতে আরো বই পড়ে লেখা-পড়া চর্চার ধারা অব্যাহত রাখতে পারে তেমন পর্যাপ্ত সুযোগ এখনো সৃষ্টি হয়নি। বর্তমানে সরকারী পর্যায়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে নির্বাচিত কিছু উপজেলায় গণশিক্ষার কাজ চলছে। সেই সাথে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা তাদের গণশিক্ষা প্রকল্প বাস্তাবয়ন করে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের চেষ্টা করছে। এসব বেসরকারী সংস্থার কয়েকটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুদান লাভ করে থাকে। এই উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের যে ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে তাতে প্রয়োজনীয় অনুসরণী বইয়ের সরবরাহ নিশ্চিত না করলে তাতে আশানুরূপ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে না। সেজন্য কোনো কোনো সংস্থা কিছু অনুসরণী বই প্রকাশ করেছে। কেউ কেউ আরো বই প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এইসব বই-পুস্তক যথাযথভাবে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারলে ঈপ্সিত ফল লাভ করা যাবে না। আর সে কারণেই গণশিক্ষা কেন্দ্রের সাথে গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে এবং এ ব্যাপারে কোনো কোনো সংস্থা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সাক্ষরতা সম্প্রসারণ ও অব্যাহত রাখার সাথে একটি ছোট-খাট গ্রন্থাগার সম্পর্কিত। গণশিক্ষা কেন্দ্রে অথবা অন্য কোনো সুবিধাজনক স্থানে এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অথবা কারো বাসগৃহে হলেও চলতে পারে। গণশিক্ষা কেন্দ্রে যারা সাক্ষরতা অর্জন করে বেরিয়ে যাচ্ছে তারা এই গ্রন্থাগার থেকে বই নিয়ে তাদের পড়ার ধারা অব্যাহত রাখবে। যেমন— গ্রন্থাগারটি গণশিক্ষা কেন্দ্রে বা কেন্দ্র সংলগ্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হবে। গণশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক এই গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব না নিলেও গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা তাঁর কাছ থেকেই আসতে পারে। নব্য সাক্ষরেরা কি বই পড়বে সে সম্পর্কে শিক্ষকই যথাযথ নির্দেশনা দিবেন। বই নির্বাচনের এই দায়িত্বটি শিক্ষকের হাতে থাকলে শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

এই ধরনের গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহের ব্যাপারটি স্বতন্ত্র ধরনের। বই নির্বাচনের বেলায় নব্যসাক্ষরদের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা বিবেচনা করা দরকার। বইয়ের ভাষা যেমন হবে সহজ সরল, বক্তব্যও হবে তেমনি জীবনধর্মী। শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের প্রয়োজন মিটাতে না পারলে সেসব বইয়ের বক্তব্য তাদের কাছেই আকর্ষণীয় বিবেচিত হবে না। তখন বইয়ের সংখ্যা যতই বাড়ুক না কেন তাতে পাঠক সংখ্যা বাড়বে না। তাছাড়া বইয়ের মুদ্রণ অঙ্গ সজ্জা ইত্যাদি নব্য সাক্ষরদের জন্য আকর্ষণীয় হতে পারে।

গণশিক্ষা কেন্দ্রের সাথে সম্পৃক্ত গ্রন্থাগার যেহেতু নব্য সাক্ষরদের ভাষা শিক্ষা ও জীবিকা সম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য সেহেতু বিষয় নির্বাচনে বাস্তব দিকটি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। জীবিকার সাথে সম্পৃক্ত এমন বই সেখানে থাকবে। আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবে এমন শিক্ষার বিষয় নব্য সাক্ষররা আয়ত্ত করতে আগ্রহী। জীবনে আর্থিক লাভ হবে এমন পড়ার ব্যবস্থা থাকলে শিক্ষার্থীরা আগ্রহী হবে। দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে লেখা বইপত্র গ্রন্থাগারে স্থান দিতে হবে। কৃষি, পশুপালন, মাছের চাষ, হাঁস-মুরগী পালন, সমবায়, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, ধর্ম, নীতিবোধ, রান্না-বান্না, ঘর-সংসার, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ের বই গ্রন্থাগারে স্থান পেল নব্য সাক্ষররা সেসব পড়ার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠবে। যে বই তাদের কাজে লাগবে সে বইই তারা পড়বে।

এসব বই পাওয়া সহজ নয়। এ ধরনের নতুন পাঠকের জন্য উপযোগী বই তেমন তৈরী হয়নি। বিভিন্ন সরকারী সংস্থার প্রচারণামূলক পুস্তক-পুস্তিকা রয়েছে। এগুলোর ভাষা নব্য সাক্ষরদের উপযোগী রূপ দেয়া হয়নি বলে তা তাদের আকর্ষণ করতে পারবেন। এসব প্রচার ধর্মী পুস্তক-পুস্তিকার ভাষা সহজ করে নব্য সাক্ষরদের উপযোগী করতে হবে। বিভিন্ন সংস্থা যেসব বই প্রকাশ করবে সেসবের ভাষার ব্যাপারে এই সহজবোধ্যতার দিকটি লক্ষ্য রাখতে হবে।

তবে এ ধরনের গ্রন্থাগারে যদি গাঁয়ের অপরাপর মানুষের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে অন্যান্য বইয়ের সংগ্রহ করা হয় তাতে কোনো ক্ষতি নেই। তখন গ্রন্থাগারটি একটি গণগ্রন্থাগারে রূপ নিবে এবং গ্রামের সর্বসাধারণের লোকের কাছে তা আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

নব্য সাক্ষরদের জন্য গ্রন্থাগার পরিচালনার ব্যাপারে স্থানীয় উদ্যোগ কার্যকর করতে হবে। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী সংস্থা সাহায্য করলেও পরিচালনার ব্যাপারে স্থানীয় লোকদের সহায়তা আবশ্যক। তাছাড়া নামমাত্র চাঁদা ধার্যের মাধ্যমে এমন কোনো তহবিল গড়ে তোলা যায় যা গ্রন্থাগার সম্প্রসারণে সহায়ক হবে।

গ্রন্থাগারের প্রতি আকর্ষণ বজায় রাখার জন্য নতুন বইপত্রের সমাবেশ ঘটাতে হবে। বিত্তবান ব্যক্তিগণ অর্থ, বই বা আসবাবপত্র দিয়ে গ্রন্থাগার সমৃদ্ধি করতে পারেন।

সাক্ষরতা দানের সহায়ক বলে এ ধরনের গ্রন্থাগার গণশিক্ষা কেন্দ্রের অঙ্গ বলে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের লেখা-পড়ার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি বা রক্ষার জন্য গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সেজন্য গণশিক্ষা বাস্তাবায়ন কাজে সংশ্লিষ্ট সংস্থার গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠান ও পরিচালনার ব্যাপারে তৎপরতা প্রদর্শন করা আবশ্যক।